



271192 - ফার্মাসেটিবে চাকুরী করা এবং এলকোহল বা হারাম জলিটিনি সমৃদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত করা কথিবা বকিরিকরার বধিান কি?

প্রশ্ন

আমি একজন ফার্মাসিস্ট। বর্তমানে জার্মানিতে অবস্থান করছি। আমি জার্মানিতে চাকুরী করার জন্য ও বাকী পড়াশুনা শেষে করার জন্য আমার অনার্সরে সার্টফিকিটে সমমান করানোর পর্যায়ে আছি। আমি এই দেশে ফার্মাসেটিবে চাকুরী করার ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করতে চাই। এখানে আমাকে ঔষধ প্রস্তুত করা কথিবা বকিরিকরার কাজ করতে হবে; যে ঔষধগুলোতে শুকর থেকে উৎপাদিত জলিটিনি থাকে কথিবা এলকোহল থাকে? উল্লেখ্য, আমি এ সকল ঔষধ অবশ্যই মুসলমানদের কাছে বকিরিকরব না; যদি এর বদলে অন্য ঔষধ থাকে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এলকোহল কথিবা শুকর থেকে উৎপন্ন জলিটিনি সমৃদ্ধ ঔষধ তরীর চাকুরী করা জায়যে নয়। কনেনা এলকোহল হচ্ছ মদ; যা পান করা, ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা, অন্য খাবার বা পানীয়ের সাথে মশোনো জায়যে নয়। বরং আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছ মদ ধ্বংস করে ফলো।

আর শুকর থেকে যা উৎপাদন করা হয় তা নাপাক; এটা থেকে দূরে থাকা ও পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজবি। তাই কোন ঔষধ কথিবা খাদ্য বা পানীয়তে এটা মশোনো নাজায়যে।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

হারাম বস্তু দিয়ে চকিৎসা করা ববিকে ও শরযিত অনুযায়ী ননিন্দনীয়। শরযিতরে দললি হচ্ছ ইতোপূর্ববে আমরা যে হাদসিগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো এবং অন্যান্য হাদসি। আর ববিকেরে দললি হচ্ছ— সটে মনন্দ হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তা হারাম করছেন। তিনি এ উম্মতরে জন্য শাস্তসিবরূপ ভাল কছিকুকে নষিদিধ করনেনি; যমেনটি নষিদিধ করছেলিনে বনী ইসরাইলের জন্য তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে: “সুতরাং ভাল ভাল যা ইহুদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করছেলিাম তাদের যুলুমরে কারণে।”[সূরা নসি, আয়াত: ১৬০] বরং এ উম্মতরে জন্য যা কছি হারাম করা হয়ছে সেটো মনন্দ



হওয়ার কারণে হারাম করা হয়েছে।

তিনি হারামকে হারাম করছেন: তাদেরকে হারাম থেকে সুরক্ষা করার জন্য, হারাম গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য। তাই হারামের মাধ্যমে রোগ-বমির থেকে নিরাময় তালাশ করা সঙ্গতপূর্ণ নয়। যদি হারাম বস্তু রোগ-ব্যাধি দূরীকরণে কোন ভূমিকা রেখে থাকেও তদুপর হারাম জনিসি অন্তরের উপর এর চয়ে বড় ব্যাধি রেখে যাবে। কারণ হারামের মন্দ শক্তিশালী। ফলে হারামের মাধ্যমে চিকিৎসাকারী যনে অন্তরকে রোগাগ্রস্ত করার মাধ্যমে দেহের বমির দূর করার প্রয়াশ পলে।

তাছাড়া আল্লাহ কর্তৃক এটাকে হারাম করার দাবী হচ্ছ- এটাকে বর্জন করা এবং সকল উপায়ে এর থেকে দূরে থাকা। যদি হারামকে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তো এর প্রতি উদ্বেদ করা হয়; এটি শরিয়তদাতার উদ্দেশ্যে বিপরীত।

এ ছাড়া শরিয়তের দলিল মোতাবেক হারাম জনিসি নজিহে তো একটা রোগ। তাই হারামকে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা জায়যে হবে না।

তা ছাড়া হারাম জনিসি স্বভাব-প্রকৃতি ও আত্মার উপর খারাপ গুণ তরী করে। কারণ মানব প্রকৃতি নিরাময় প্রক্রিয়ার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যদি নিরাময় পদ্ধতি মন্দ হয় মানব প্রকৃতি এর থেকে মন্দ গুণ অর্জন করে। আর ঔষধের সত্যতাই যদি খারাপ হয় তাহলে অবস্থা কমন হবে?!

এ কারণে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর খারাপ খাদ্য, খারাপ পানীয় ও খারাপ পোশাক নিষিদ্ধ করছেন। কেননা এগুলো আত্মাকে খারাপ গুণে গুণান্বিত করে। [যাদুল মাআদ (৪/১৪১) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (২২/১০৬) এসছে:

এলকোহল বা মদরে সব ধরনের ব্যবহারের হুকুম কি? অর্থাৎ ফার্নিচার বার্নশিরে কাজে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, জ্বালানি হিসেবে, ড্রসেং করার ক্ষেত্রে, পারফডিম তরীতে, শোধন করার ক্ষেত্রে এবং ভনিগোর হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে?

জবাব:

যে জনিসি বেশি পান করলে মাতলামি ধরে সটোই মদ। এ জনিসিরে অল্প বা বেশি বিধান সমান। এটাকে এলকোহল বলা হোক কিংবা অন্য কোন নাম দেয়া হোক। আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছ- এটা ঢলে ফলে দেয়া। নানাবধি কাজে যমেন- ড্রসেং করা, শোধন করা, জ্বালানি পদার্থ, পারফডিম তরী কিংবা ভনিগারে রূপান্তরিত করণ ইত্যাদি কাজে লাগানোর জন্য এটি রেখে দেওয়া হারাম।

আর যে পদার্থ বেশি পান করলেও মাতলামি ধরে না- সটো মদ নয়। সে পদার্থ পারফডিম তরীতে, ঔষধ হিসেবে, ক্ষতস্থান



ড্রসেটি করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা জায়যে।

শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ বনি বায”।[সমাপ্ত]

দুই:

বশিযে কোন প্রতষ্টিান যদি ঔষধরে সাথে এলকোহল কথিবা হারাম জলিাটনি মশিয়ি থাকে তাহলে সে প্রতষ্টিান এর জন্য গুনাহগার হবে; যমেনটি ইতপূর্ববেও আমরা উল্লেখে করছে। এরপর ঔষধটি পর্যবকেষণ করা হবে। যদি এতে মশিরতি পদার্থরে পরমাণ এত কম হয় যে, এ ঔষধ বশেি পরমািনে সবেন করলেও মাতলামি ধরবে না কথিবা মশিরতি পদার্থটি পুরোপুরি নিঃশেষে হয়ে যায়; এর স্বাদ, রঙ কথিবা গন্ধ কোনটির চহিণ না পাওয়া যায়- এমন ঔষধ সবেন করা ও এটা দয়ি চকিৎসা করা জায়যে আছে।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্ররে (২২/২৯৭) এসছে:

বাজারে এমন কিছু ঔষধ বা মষ্টিান্ন বক্রি করা হয় যাতে অতি সামান্য পরমাণ এলকোহল রয়েছে। এমন ঔষধ বা মষ্টিান্ন খাওয়া কি জায়যে হবে? উল্লেখ্য, কটে যদি এমন মষ্টিান্ন বশেি পরমাণেও খায় তদুপর কিখনও মাতলামির পর্যায়ে পৌঁছবে না।

উত্তর: যদি মষ্টিান্নতে কথিবা ঔষধে এলকোহলেরে পারসনেটজি এত সামান্য পরমাণ হয় যে, এ মষ্টিান্ন বা ঔষধ বশেি পরমাণে খলে কথিবা পান করলেও মাতলামি ধরবে না তাহলে এগুলো গ্রহণ করা কথিবা বক্রি করা জায়যে হবে। কেননা স্বাদ, রঙ বা গন্ধে এর কোন প্রভাব নহে। যহেতে এ পদার্থ বধৈ পবতির পদার্থে রূপান্তরতি হয়ে গেছে। তবে কোন মুসলমানরে জন্য এমন পণ্য উৎপাদন করা কথিবা মুসলমানদেরে খাদ্যে তা দয়ো কথিবা এ কাজে সহযোগতি করা জায়যে হবে না।[সমাপ্ত]

তনি:

যে ঔষধরে মধ্যযে এলকোহল রয়েছে কথিবা হারাম জলিাটনি রয়েছে এমন ঔষধ বক্রি করা জায়যে; যদি এর মধ্যযে মশোনো পদার্থ একবোররে সামান্য পরমাণে হয় কথিবা এটি নিঃশেষে হয়ে যায়।

যে সব ঔষধে নশোগ্রস্তুকারী এলকোহলেরে সামান্য পারসনেটজি রয়েছে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়যে হওয়া মরমে ‘ইসলামিফকাহ-একাডমে’ মুসলিমি বশ্বিরে ফতোয়াইস্যুকারী বিভিন্ন প্রতষ্টিান ও কমটির সিদ্ধান্ত রয়েছে। তবে সন্দহজনক বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকার জন্য কোন ঔষধপত্রে এলকোহল ব্যবহার না করাই মুস্তাহাব ও উত্তম।



ওয়াশিংটনস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক থট' এর জিজ্ঞাসার পরপ্রিক্ষেতি 'ওআইসি' এর অধিকৃত 'ইসলামি-ফকাহ-একাডেমি' এর সদিধান্ত নং: ২৩(৩/১১) তে এসছে-

দ্বাদশ প্রশ্ন:

এমন অনকে ঔষধ আছে যগুলোতে বিভিন্ন মাত্রার এলকোহল রয়েছে। এর পরিমাণ ০.০১% থেকে ২৫%। এ ঔষধগুলোর অধিকাংশ সরদি, গলা ব্যথা ও কাশি ইত্যাদি সাধারণ রোগে। এ রোগগুলোর ঔষধে মধ্যপ্ৰায় ৯৫% ঔষধ এলকোহল সমৃদ্ধ। তাই এলকোহল ফরি ঔষধ পাওয়া খুব কঠনি কথিা অসম্ভব। এমতাবস্থায়, এ সকল ঔষধ সবেন করার হুকুম কী?

জবাব: মুসলমি রোগী যদি এলকোহলমুক্ত ঔষধ না পান তাহলে তনি নিরিভরযোগ্য ও পশোদারতিবে বশ্বিস্ত ডাক্তারের পরামর্শ মাফকি কিছু পরিমাণ এলকোহলযুক্ত ঔষধ সবেন করতে পারনে।[একাডেমির ম্যাগাজনি, সংখ্যা-৩, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৮৭]

ওআইসি এর অধিকৃত 'ফকাহ একাডেমি' এর সদিধান্তে আরও এসছে: “ঔষধ তরীতে প্ৰয়োজন হলে এবং বকিল্প না থাকলে নিশিষে হয় যাওয়ার মত সামান্য মাত্রার এলকোহল সমৃদ্ধ ঔষধ ব্যবহার করা জায়যে আছে। তবে শর্ত হচ্ছে একজন সচ্চরতির ডাক্তার ঔষধটি সবেনরে পরামর্শ দতিে হবে।[মক্কা মুকাররমাস্থ ফকাহ একাডেমি এর সদিধান্তবলি, পৃষ্ঠা-৩৪১]

হারাম জলিাটনি বা গ্লসিারনি যুক্ত ঔষধ ও ক্যামকিলেরে বধিান জানতে 97541 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

চার:

যদি এমন কোন ঔষধ কথিা ক্যামকিলে পাওয়া যায় যা বশি পরিমাণে পান করলে মাতলামি ধরে কথিা এগুলোতে রূপান্তরতি হয়নি এমন শুররে চর্বা থাকে— সে ক্ষেত্রে এগুলো সবেন করা ও বকিরি করা জায়যে হবে না।

যারা ফার্মসেতিে চাকুরী করেনে তাদের উপর আবশ্যকীয় এগুলো থেকে বরিত থাকা।

সারকথা:

মূলবধিান হচ্ছে— ফার্মসেতিে চাকুরী করা বধিে। ঔষধে অধিকাংশ শুরনী বধিে। যদি এমন কোন ঔষধ পাওয়া যায় যা সবেন করা হারাম সে ঔষধ বকিরি করা জায়যে হবে না। হারাম কিছু বকিরিা করে এ পশোতে অটুট থাকতে কোন অসুবধিা নহে।

আল্লাহই ভাল জাননে।